ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

******

ফিচার-৬

অমরপুর, ২ মে, ২০২৫

অতনু পালের স্বপ্নপূরণ

।।দয়াল মজুমদার।।

ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রম করলে সাফল্য নিশ্চিত তা আবার প্রমাণ করলেন অমরপুর নগরপঞ্চায়েতের ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অতনু পাল (রাজু)। অতনু পাল বিএ পাশ করার পর সরকারি চাকরি পাওয়ার চেষ্টা না করে নতুন কিছু একটা করার তাগিদ মাথায় নিয়ে ঘুরছিলেন। নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের গো-পালন বিষয়ক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ৬ মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে ভ্রাম্যমাণ কৃত্রিম গো-প্রজননের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। এলাকায় দক্ষতার সঙ্গে গো-প্রজননের কাজ করেন। নিজের বাড়িতে দুটি গাভীর পরিচর্যা ও লালন পালন করতে গিয়ে তিনি গো-পালনকেই পেশা হিসাবে বেছে নেন। বর্তমানে তার বাড়িতে ৩৭টি ছোট বড় গরু রয়েছে।

আলোচনায় অতনু জানিয়েছেন, বর্তমানে প্রতিদিন ৯টি গরু থেকে গড়ে ৯০ থেকে ৯৫ লিটার দুধ সংগ্রহ করেন। অমরপুর বাজার সহ মহকুমার বিভিন্ন বাজার এমনকি পাশের করবুক মহকুমাতেও প্রতি লিটার দুধ ৮০ টাকা দরে বিক্রি করেন। তাছাড়া নিজের বাড়িতে কারখানা বানিয়ে দই, পনির, ঘি, ছানা, ক্ষীর সহ দুগ্ধ জাতীয় খাবার তৈরী করেন। উৎপাদিত সামগ্রি করবুক, গন্ডাছড়া সহ অমরপুর মহকুমার বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করেন। প্রতিদিন ৪০০ টাকা কেজি দরে ক্ষীর সরবরাহ করেন। অমরপুর মোটরস্ট্যান্ডস্থিত বাজারে নিজস্ব মিষ্টির দোকানও খুলেছেন। উৎপাদিত মিষ্টি জাতীয় সামগ্রীসমূহ বিক্রি করেন। এ সব কাজে অতনুকে সর্বক্ষণের জন্য স্ত্রী ও মা সাহায্য করেন। এছাড়া মাসিক বেতনে ১ জন কর্মী কারখানাতে এবং ২ জন কর্মীকে গরুর ঘাস কাটা সহ মিশ্র খাবার বানানোর জন্য নিয়োগ করেছেন। তিনি আরো জানান, অমরপুর প্রাণী সম্পদ বিকাশ কার্যালয় থেকে সব সময়ই গরুর চিকিৎসা, পরামর্শও ঔষধ পত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়। গত অর্থবর্ষে গো-পালনের সুবিধার জন্য সিজিএম স্কীমে ১০ মাস পর্যন্ত ৪ হাজার ৮০০ টাকা করে পেয়েছেন। দপ্তরের এনইসি স্কীমে গরুর ঘর নির্মাণের জন্য, ১টি গাভী এবং গো-খাদ্য সরবরাহের জন্য প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর অতনু পালকে সুবিধাভোগী হিসেবে মনোনিত করেছেন। অন্যদিকে গত বন্যায় ২টি গবাদি পশু মারা যাওয়াতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে ৭০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক প্রতি অর্থবর্ষে ২-৩ বার করে ১০ দিনের গো-পালনের বিষয়ে কর্মশালায় তিনি উপকৃত হন বলে জানান। প্রতি মাসে তিনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয় করেন। এখানেই শেষ নয়, তাঁর ইচ্ছা আছে উন্নত মানের আরও গাভী কিনে এই ব্যবসার সম্প্রসারণ করা।

*****